গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা
www.mor.gov.bd
৪/৩ আব্দুল গণি রোড, রেলভবন, ঢাকা-১০০০

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জুন, ২০২৬ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ ফাহিমুল ইসলাম সচিব
সভার তারিখ	২৪ জুন ২০২৬
সভার সময়	সকাল ১০.০০ ঘটিকা
স্থান	সভাকক্ষ, রেলপথ মন্ত্রণালয়
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি সকলকে অর্থবছরের শেষ সভায় স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। বৈশ্বিক জ্বালানি পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে কৃচ্ছতাসাধনের লক্ষ্যে ও সরকারি কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্ন ও কার্যকরভাবে পরিচালনা নিশ্চিত করতে নিয়মিত ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে সভা আয়োজন করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, দাপ্তরিক কার্যক্রমকে তরান্বিত করতে এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অতঃপর নতুন যোগদানকৃত কর্মকর্তাদের পরিচিতি পর্বে সভাপতি যোগদানকৃতদের মন্ত্রণালয়ের স্বাগত জানান ।

০২. সভাপতির অনুমতিক্রমে সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন ২ শাখা) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী গত সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন। এতে কোনো সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০৩. অত:পর বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয় :

ক্র:নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে

৩.১	**(১) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রেরণ:** প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। বাংলাদেশ রেলওয়েসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রতিমাসের ০৫ (পাঁচ) তারিখের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী তথ্য প্রেরণ করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। **(২) মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভা আয়োজন** সভায় নিয়মিতভাবে মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভা আয়োজনের বিষয়ে আলোচনা হয়। সমন্বয় সভা আয়োজন ফলপ্রসূ হচ্ছে কীনা সে বিষয়ে সভাপতি মতামত আহবান করেন। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব) ও যুগ্মসচিব অডিট ও আইসিটি অনুবিভাগ উল্লেখ করেন সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে আগের চেয়ে যাত্রীসেবার মানোন্নয়ন হয়েছে, পরিচ্ছন্নতাও বেড়েছে। **(৩) অনিষ্পন্ন বিষয় নিষ্পত্তি সংক্রান্ত:** সভায় রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর সম্পর্কিত অনিষ্পন্ন বিষয় দ্রুত নিষ্পত্তির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের মোট ৫০টি অনিষ্পন্ন পত্রের বিষয় রয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়। রেলওয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে একনেকে অনুমোদনকৃত দশটি থানা ও দশটি ফাঁড়ি ভবন নির্মাণকল্পে রেলওয়ে পুলিশের অনুকূলে প্রয়োজনীয় ভুমি বরাদ্দের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট আবেদন করা হয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়। এখন পর্যন্ত কেবলমাত্র দুইটি থানা ও দুটি ফাঁড়ির ভবন তৈরির জন্য ভূমি বরাদ্দের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। বাকি আটটি থানা আটটি ফাঁড়ির অনুকূলে ভূমি বরাদ্দ অনুমোদনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে **প্রতি মাসের ৫ (পাঁচ) তারিখের মধ্যে** নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রতিবেদন রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। (খ) বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে প্রেরিত প্রতিবেদনসমূহে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথাযথভাবে হালনাগাদ করে প্রেরণ করতে হবে। (গ) প্রতি দুই মাসে একবার সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণে মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভা আয়োজন করতে হবে। (ঘ) বাংলাদেশ রেলওয়ে ও মন্ত্রণালয়ের নিকট পরস্পর যে সকল বিষয় অনিষ্পন্ন রয়েছে তা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (ঙ) একনেকে অনুমোদনকৃত রেলওয়ে পুলিশের স্থাপনা নির্মাণে ভূমি বরাদ্দের বিষয়ে বিধি মোতাবেক দ্রুত সমাধান করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে ৪। সরকারি রেল পরিদর্শক, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর; ৫। যুগ্মসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৬। অধিশাখা/ শাখা কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৩.২	**যাত্রী ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সম্পদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত:** (১) স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে জিআরপি, আরএনবি এবং রেলকর্মচারীদের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক রেললাইন এবং ট্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সভায় আলোচনা হয়। সভায় পাথর নিক্ষেপের বিষয়ে রেলওয়ের দুই অঞ্চলে বিশেষ করে অধিক বিপদাপন্ন অঞ্চলে করণীয় নির্ধারণের বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনাকালে মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব) কক্সবাজারের রামু, সাতকানিয়া, ডুলাহাজরা এলাকায় পাথর নিক্ষেপ প্রবণতা বেশি মর্মে উল্লেখ করেন। পাথর নিক্ষেপ প্রবণতা রোধ করতে পৃথক সচেতনতামূলক TVC বাংলাদেশ টেলিভিশন সহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করার বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন। **(২)** এসি কোচে কোন ক্রমেই যেন স্ট্যান্ডিং যাত্রী না থাকে সে বিষয়ে দায়িত্বরত এটেন্ডেন্টদেরকে সতর্ক থাকতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন এবং ডিউটি শিফটিং এর সময়ে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে শিথিলতা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় উল্লেখ করে সংশ্লিষ্টদেরকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে মর্মে উল্লেখ করেন। **(৩) জিআরপি ও রেলওয়ের কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন:** সভাপতি জিআরপি ও রেলওয়ের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। সভাপতি বলেন বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি সেবাধর্মী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। রেলওয়ের যাত্রীসেবার বিষয়ে অগ্রাধিকার বিবেচনা করে দায়িত্বরত সকলের পরিশীলিত আচরণ ও সেবাধর্মী মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে। তিনি এ বিষয়ে রেলওয়ে পুলিশ ও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া অজ্ঞাতনামা লাশ হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান বরাদ্দের বিষয়ে প্রয়োজনে আইবাসে কোড তৈরী করে বরাদ্দ বৃদ্ধি করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	(ক) রেললাইন এবং ট্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় ও যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) জিআরপি, আরএনবি এবং রেলকর্মচারীদের রোস্টার ডিউটির মাধ্যমে সার্বক্ষণিক রেলপথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। (গ) ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত টিভিসি ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কেবলমাত্র পাথর নিক্ষেপের বিষয়ে টিভিসি প্রস্তুতের বিষয়ে ডিআরএম ঢাকা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (ঘ) শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাথর নিক্ষেপ রোধে সচেতনতামূলক বার্তা দেয়ার জন্য পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের বিশেষ এলাকাসমূহে দৃশ্যমান ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (ঙ) এসি কোচে কোনো ক্রমেই স্ট্যান্ডিং যাত্রী থাকবেনা, এটেন্ডেন্টদেরকে সতর্ক থাকতে হবে এবং কর্তব্যরতদের ডিউটি শিফটিং এর সময়ে দায়িত্বে কোনো প্রকার শিথিলতায় বিধি বিধান অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। (চ) জিআরপি ও রেলওয়ের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনে গুরুত্বারোপ করতে হবে। বিধি বিধান অনুযায়ী যার যার দায়িত্ব পালন করবে এবং দায়িত্বরত সকলের রেলওয়ের যাত্রীসেবার বিষয়টি অগ্রাধিকার বিবেচনা করে পরিশীলিত আচরণ ও সেবাধর্মী মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে। (ছ) অজ্ঞাতনামা লাশ হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান বরাদ্দের বিষয়ে প্রয়োজনে আইবাসে কোড তৈরী করে বরাদ্দ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১।মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ; ৩।অতিরিক্ত মহাপরিচালক(অপারেশন/ অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/ পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৫। বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক, (সকল)
৩.৩	**বিনা টিকিটে যাত্রী চলাচল রোধ:** বিনা টিকেটে যাত্রী চলাচল রোধ এবং জাল টিকিটে কেউ যেন ট্রেনে ভ্রমণ করতে না পারে সে বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। "টিকেট যার ভ্রমণ তার" নীতি বাস্তবায়ন ও টিকেট কালোবাজারি প্রতিরোধে টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনার বিষয়ে আলোচনা হয়। নিয়মিত মনিটরিং এর পাশাপাশি যাত্রীচাপ যখন বেশি থাকে সে সময় বিশেষ চেকিং এর ওপর সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	(ক) 'টিকেট যার ভ্রমণ তার' নীতি বাস্তবায়ন ও টিকেট কালোবাজারি প্রতিরোধে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিশেষ টাস্কফোর্স অভিযান অব্যহত রাখতে হবে। (খ) POS Machine ব্যবহারের মাধ্যমে টিকিট চেকিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) নিয়মিত মনিটরিংসহ (বৃহস্পতি ও শনিবার) পর্যাপ্ত জনবল দিয়ে মনিটরিং বাড়িয়ে বিনা টিকিটে যাত্রী চলাচল রোধ করে নিরাপদ ও আরামদায়ক রেলভ্রমণ নিশ্চিত করতে হবে।	১।মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২।অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩।মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম)

৩.৪	**অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত:** অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে সভাপতি অঞ্চলভিত্তিক দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন আগামী জুলাই হতে বাংলাদেশ রেলওয়ের পারফর্মেন্স অডিট ও কমপ্লায়েন্স অডিট সম্পন্ন হবে। তিনি এ বিষয়ে দুই অঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সহযোগিতা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। অতঃপর চলতি অর্থবছরের SFI সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির তথ্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। যুগ্মসচিব অডিট ও আইসিটি সভায় বলেন চলতি অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন হলো ৬৬টি SFI সংক্রান্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে যা জিপিএম এস এর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি। সভাপতি এ সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং অডিট আপত্তি সঠিকভাবে নিষ্পত্তির জন্য যথাযথভাবে ডকুমেন্টেশনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।	(ক) নিয়মিত দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে। (খ) ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা দুই অঞ্চলের Non SFI সংক্রান্ত অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব প্রেরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে ও মন্ত্রণালয়ে অডিট ও আইসিটি অনুবিভাগে প্রেরণ করবেন। (গ) SFI সংক্রান্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। (ঘ) অডিট আপত্তি সঠিকভাবে নিষ্পত্তির জন্য যথাযথভাবে ডকুমেন্টেশন সম্পন্ন করতে হবে।	১।মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। যুগ্মসচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/ পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.৫	**বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি:** রেলপথ মন্ত্রণালয়ে এবং বাংলাদেশ রেলওয়েতে চলমান বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয় নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি চলমান বিভাগীয় মামলাসমূহের অগ্রগতির বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যসহ উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিভাগীয় মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং চলমান মামলাসমূহের তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১।মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। যুগ্মসচিব, (প্রশাসন অধিশাখা-২),রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-৩শাখা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.৬	**জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ:** সভাপতি বাংলাদেশ রেলওয়ের শূন্য পদে জনবল নিয়োগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। সহকারী স্টেশন মাস্টার ও গার্ড গ্রেড ২ পদে নিয়োগের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং তিনটি পদে নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়। এছাড়া মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডারের আলোকে যথাযথভাবে সম্পন্ন করার ওপর সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল নিয়োগের কাজ তরান্বিত করতে হবে। (খ) বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমিতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভায় অবহিত করতে হবে।	১।মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২।রেক্টর, রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমি; ৩। যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা-২), রেলপথ মন্ত্রণালয়;

৩.৭	**রেলওয়ে সেবার মানোন্নয়ন:** **(১) সিনিয়র সিটিজেন ও সুবর্ণ নাগরিকদের প্রদত্ত সেবা:** রেলভ্রমণের ক্ষেত্রে ৬৫ বছরের অধিক বয়স্ক এবং সুবর্ণ (প্রতিবন্ধী) নাগরিকদের ২৫% ভাড়া রেয়াতের ক্ষেত্রে প্রকৃত স্টেকহোল্ডারদের নিকট সেবা নিশ্চিত করা এবং অপব্যবহার ঠেকাতে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে মহিলাদের জন্য পৃথক কোচের ব্যবস্থা নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। অনতিবিলম্বে চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী ও খুলনা রুটে পরীক্ষামূলক ভাবে একটি করে ট্রেনে মহিলাদের জন্য একটি পৃথক কোচ সংরক্ষিত রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। **(২) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা :** সভায় রেলওয়ে স্টেশনে এবং ট্রেনে বিনা টিকিটে যাত্রী চলাচল প্রতিরোধ, ধূমপান এবং টিকিট কালোবাজারীসহ বিবিধ অনিয়ম প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বিষয়ে আলোচনা হয়। **(৩) পরিদর্শন: বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নের জন্য ট্রেন, রেলওয়ে স্টেশন ও অন্যান্য রেলওয়ে স্থাপনা সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য রুটভিত্তিক মনিটরিং এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন সংক্রান্ত বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।** **(৪) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন-বোর্ড সার্ভিস সংক্রান্ত:** ট্রেনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতে অন বোর্ড সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের থেকে সবোচ্চ সেবা নিশ্চিত করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। অন্যান্য রুটের পাশাপাশি ঢাকা-কক্সবাজার রুটে পরিচালিত ট্রেনের পরিচ্ছন্নতাসহ রেলসেবার মানের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে মর্মে মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব) সভায় সকলকে অবহিত করেন। স্টেশন চত্বরে মশার বংশবিস্তার রোধে বিশেষভাবে ফগার মেশিনের মাধ্যমে স্প্রে করাসহ পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন মর্মে সকলে একমত পোষণ করেন।	**(ক)** রেলভ্রমণের ক্ষেত্রে ৬৫ বছরের অধিক বয়স্ক এবং সুবর্ণ নাগরিকদের ২৫% ভাড়া হ্রাস-এর ক্ষেত্রে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। (খ) অনতিবিলম্বে চট্টগ্রাম, সিলেট ও রাজশাহী ও খুলনা রুটে একটি ইন্টারসিটি ট্রেনে মহিলাদের জন্য একটি পৃথক কোচ সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করে তার আলোকে পরবর্তীতে এ সুবিধা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (গ) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটবৃন্দ নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে ও Rationality বজায় রেখে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করবেন । (ঘ) পরিদর্শনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দের দাখিলকৃত প্রতিবেদনের তথ্য পর্যালোচনান্তে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের গৃহীত ব্যবস্থার প্রতিবেদন বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে প্রেরণ করতে হবে। (ঙ) পরিদর্শন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ সংক্ষিপ্ত আকারে সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (চ) প্রতিটি বিভাগের রেলওয়ে ব্যবস্থাপক (DRM) নিয়মিতভাবে ট্রেন ও স্টেশনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন। (ছ) অন বোর্ড সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের থেকে সবোচ্চ সেবা নিশ্চিত করতে চলমান অন-বোর্ড সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিবিড় তদারকি, আকস্মিক পরিদর্শন ও অনিয়মের ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। (জ) ঢাকা-কক্সবাজার রুটে পরিচালিত ট্রেনের পরিচ্ছন্নতাসহ রেলসেবার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করতে হবে। (ঝ) স্টেশন চত্বরে মশার বংশবিস্তার রোধে বিশেষভাবে ফগার মেশিনের মাধ্যমে স্প্রে করাসহ পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে সিটি কর্পোরেশনসমূহকে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক পত্র প্রেরণ করতে হবে।	১।মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, ৩। যুগ্মসচিব (প্রশাসন ১/২ অধিশাখা), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/ পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৫। বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৬। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-৬ শাখা), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৭। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ রেলওয়ে

৩.৮	**অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও রেলভূমি ব্যবস্থাপনা:** বাংলাদেশ রেলওয়ের অবৈধ দখলীয় রেলভূমি উচ্ছেদ কার্যক্রম ও জমি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্বারোপ করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন। বাংলাদেশ রেলওয়ের মালিকানাধীন জমির যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসনের রাজস্ব সভায় ও সমন্বয় সভায় প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন মর্মে সকলে একমত পোষণ করেন। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো) REMS এর সম্প্রসারণের অগ্রগতির ওপর আলোকপাত করেন। এছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ের যে সকল জমি সঠিকভাবে রেকর্ড হয়নি সেক্ষেত্রে রেকর্ড সংশোধনের মামলা দায়ের ও জোরালো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। অধিগ্রহণকৃত জমি বুঝে নেয়ার পরে নামজারি করার বিষয় এবং প্রয়োজনে নামজারি করার জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে মর্মে অতিরিক্ত সচিব উন্নয়ন সভায় উল্লেখ করেন। সভাপতি আইন ও ভূমি অনুবিভাগ প্রধান কে রেলভূমির মামলার যথাযথ নিষ্পত্তি ও জোরালো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিষয়সহ এ সংক্রান্ত বিষয়টি বিশ্লেষণ করে সমাধান করতে অনুরোধ জানান।	(ক) অবৈধ দখলে থাকা বাংলাদেশ রেলওয়ের জমি থেকে উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং উদ্ধারকৃত জমি যেন পুনরায় অবৈধ দখলে না যায় বাউন্ডারি দিয়ে সুরক্ষিত রাখতে হবে। (খ) বাংলাদেশ রেলওয়ের মালিকানাধীন জমির যথাযথ রেকর্ড/ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসনের রাজস্ব সভায় ও সমন্বয় সভায় প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। (গ) REMS এর সম্প্রসারণের অগ্রগতি তরান্বিত করতে হবে। (ঘ) যে সকল জমি সঠিকভাবে রেকর্ড হয়নি সেক্ষেত্রে রেকর্ড সংশোধনের মামলা দায়ের করতে হবে এবং মামলায় সঠিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। (ঙ) অধিগ্রহণকৃত জমি বুঝে নেয়ার পরে নামজারি করতে হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বরাদ্দ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে। (চ) রেলভূমি সংশ্লিষ্ট মামলার যথাযথ নিষ্পত্তি ও জোরালো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাসহ এ সংক্রান্ত বিষয় বিশ্লেষণ করে সমাধান করতে হবে।	১।মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি অনুবিভাগ), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/ পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/ পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা (সকল)
৩.৯	**বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা:** সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সভাপতি বর্তমানে সার্টিফিকেট মামলার হালনাগাদ তথ্য জানতে চাইলে সিইও (পশ্চিম) সভায় এ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করেন।	(ক) সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) সার্টিফিকেট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ট্যাগ অফিসারকে দায়িত্ব প্রদান করে মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধি করতে হবে।	১।মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/ পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.১০	**যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত রেলওয়ে হাসপাতালের কার্যক্রম:** স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও রেলপথ মন্ত্রণালয়ের যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (চট্টগ্রাম) হাসপাতালের বিষয়ে জরুরি তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন। এছাড়া হাসপাতালে চিকিৎসক সংকটের বিষয়েও আলোচনা হয়।	**(ক) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সাথে যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত রেলওয়ে হাসপাতালগুলোর কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে।** **(খ) হাসপাতালের চিকিৎসক সংকটের বিষয়ে দ্রুত সমাধান করতে হবে।**	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এমএন্ডসিপি), বাংলাদেশ রেলওয়ে;
৩.১১	**রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে সম্পর্কিত বিভিন্ন আদালতে চলমান মামলা সম্পর্কে আলোচনা:** সভায় রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে সম্পর্কিত বিভিন্ন আদালতে চলমান মামলাগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া যে সকল জমি সঠিকভাবে রেকর্ড হয়নি সেক্ষেত্রে রেকর্ড সংশোধনের মামলা দায়ের ও সঠিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।	ক) আদালতে চলমান মামলাগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করতে হবে। (খ) বিভিন্ন আদালতে চলমান গুরুত্বপূর্ণ মামলার গৃহীত পদক্ষেপের অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্তে প্রয়োজন অনুযায়ী পৃথক সভা আয়োজন করতে হবে। (গ) মামলা/রিট পিটিশনের দফাওয়ারি জবাব যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দাখিল করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। সিনিয়র আইন কর্মকর্তা/আইন কর্মকর্তা (সদর/ পূর্ব/ পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.১২	**অপারেটিং রেশিও হ্রাস:** মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় বলেন বাংলাদেশ রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি করা এবং অপারেটিং রেশিও কমানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।	বাংলাদেশ রেলওয়ের পরিচালন ব্যয় হ্রাস করতে হবে এবং নন কোর আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;

৩.১৩	**বিবিধ:** **(১) ভার্চুয়াল সভা:** বৈশ্বিক জ্বালানি পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে কৃচ্ছতাসাধনের লক্ষ্যে ও সরকারি কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্ন ও কার্যকরভাবে পরিচালনা নিশ্চিত করতে নিয়মিতভাবে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে সভা আয়োজন করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। **(২) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অফিসে অবস্থান এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয় সংক্রান্ত সাম্প্রতিক সরকারি নির্দেশনা:** সভায় বিদ্যুৎ সাশ্রয় এবং পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলো থাকলে জানালা ও দরজা খোলা কিংবা ব্লাইন্ড খোলা রেখে প্রাকৃতিক আলোর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে গুরুত্বারোপ করা হয়। সভাপতি বলেন, সকাল ০৯:০০-৯:৪০ মিনিট পর্যন্ত সকলকে নিজ অফিস কক্ষে অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। **(৩) স্মারক গ্রন্থ প্রকাশনা:** সভায় বাংলাদেশ রেলওয়ের শতবছরের পুরাতন ইতিহাস ও এবং ঐতিহ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণের বিষয়ে গঠিত কমিটির কার্যক্রম নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। **(৪) বৃক্ষরোপণ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন :** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার কর্মসূচী হিসেবে ২০২৬-২০৩০ পর্যন্ত সময়ে ০৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ রেলওয়ের বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভায় বর্ষা মৌসুমে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করা ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে আলোকপাত করেন। **(৫) সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা:** সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা -GPMS এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সভাপতি সকলকে সচেষ্ট থাকার নির্দেশনা প্রদান করেন। **(৬) ডেঙ্গু প্রতিরোধ কার্যক্রম:** যুগ্মসচিব প্রশাসন ১ অধিশাখা ডেঙ্গু প্রতিরোধে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার নির্দেশনার ওপর আলোকপাত করেন। বাংলাদেশ রেলওয়ের স্টেশন, স্কুল , হাসপাতালসহ সর্বত্র মশক নিধন কার্যক্রম জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা হয়। **(৭) অস্থায়ী শ্রমিক মজুরি (টি এল আর) :** ২০২৬-২৭ অর্থবছরে অস্থায়ী শ্রমিক মজুরি (টি এল আর) অনুমোদনের লক্ষ্যে ব্যাংক হিসাব বিবরণী প্রেরণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	**(ক)** সরকারি কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্ন ও কার্যকরভাবে পরিচালনা নিশ্চিত করতে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে সভা আয়োজন করতে হবে। **(খ)** মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের আওতাধীন সকল অফিসসমূহে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে হবে এবং সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে কে সকাল ০৯:০০-৯:৪০ মিনিট পর্যন্ত নিজ অফিস কক্ষে অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। (গ) বাংলাদেশ রেলওয়ের শতবছরের পুরাতন ইতিহাস ও এবং ঐতিহ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের কার্যক্রম তরান্বিত করতে হবে। (ঘ) ২০২৬-২০৩০ পর্যন্ত সময়ে ০৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণের অংশ হিসেবে চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম ও রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে । (ঙ) সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা (GPMS) এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে। (চ) বাংলাদেশ রেলওয়ের স্টেশন, স্কুল , হাসপাতালসহ সর্বত্র মশক নিধন কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। (ছ) ডেঙ্গু প্রতিরোধে জাতীয় নির্দেশিকার আলোকে বাংলাদেশ রেলওয়েকে পত্র প্রেরণ করতে হবে। (জ) ২০২৬-২৭ অর্থবছরে অস্থায়ী শ্রমিক মজুরি (টি এল আর) অনুমোদনের লক্ষ্যে ব্যাংক হিসাব বিবরণী প্রেরণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে ৪। যুগ্মসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৫। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে ৬। বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক (সকল) বাংলাদেশ রেলওয়ে

০৪. নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ী জনপ্রিয় গণপরিবহন মাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রদত্ত সেবার মানোন্নয়নে সভাপতি সবাইকে যথাযথভাবে নিজ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকতে অনুরোধ জানান। পরিশেষে, উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

০৭-০৭-২০২৬
মোঃ ফাহিমুল ইসলাম
সচিব
ইমেইল : secretary@mor.gov.bd

তারিখ: ২৩ আষাঢ় ১৪৩৩ / ০৭ জুলাই ২০২৬

নম্বর: ৫৪.০০.০০০০.০০০.০০৮.০৬.০০০৪.২২.৩০০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ, বাসা-১২/সি, রোড-১০৫, গুলশান-২, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস/এমএন্ডসিপি/অবকাঠামো/অপারেশন/অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। সরকারি রেল পরিদর্শক (জিআইবিআর), রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর।
৬। যুগ্মসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৭। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৮। রেক্টর, রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমি, চট্টগ্রাম।
৯। মহাপরিচালক, রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স (১১ তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১০। সিএসটিই(টেলিকম), সিএসটিই(টেলিকম)-এর দপ্তর, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
১১। উপসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
১২। উপদেষ্টার একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
১৩। প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১৪। বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক (ঢাকা/চট্টগ্রাম/লালমনিরহাট/পাকশী), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
১৫। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
১৬। পরিচালক ট্রাফিক (বাণিজ্যিক), পরিচালক ট্রাফিক (বাণিজ্যিক), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
১৭। পরিচালক ট্রাফিক (পরিবহন), পরিচালক ট্রাফিক (পরিবহন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
১৮। সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
১৯। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল);সহকারী সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২০। সিনিয়র তথ্য অফিসার, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২১। প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
২২। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
২৩। আইন কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
২৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
২৫। চীফ কমানডেন্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
২৬। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২৭। প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামার/ সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২৮। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

০৮-০৭-২০২৬
ফাতেমা-তুজ-জোহরা
সিনিয়র সহকারী সচিব